70507 - প্রচণ্ড শীতের দিনে ফরজ গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করা

প্রশ্ন

প্রশ্ন: প্রচণ্ড শীতের দিনে গোসল ফরজ হলে আমি কি তায়াম্মুম করে নামায পড়তে পারি? উল্লেখ্য, যে সরঞ্জামাদি থাকলে আমি অবলিম্বে পবিত্র হতে পারি সেগুলো আমার কাছে নেই। তাছাড়া আমি ঠাণ্ডাজনিত রোগে আক্রান্ত; আমার পিঠ রোগগ্রস্ত, আমাকে সাংঘাতিক কষ্ট দিচ্ছে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

যে ব্যক্তির উপর গোসল ফরয হয়েছে সে ব্যক্তি নামায পড়তে চাইলে তার উপর ফরয হচ্ছে– পানি দিয়ে গোসল করে নেয়া। দলিল হচ্ছে আল্লাহ্‌র বানী: “আর তোমরা জুনুবী (অপবিত্র) হলে প্রকৃষ্টভাবে পবিত্রতা অর্জন করবে।”[সূরা মায়েদা, আয়াত: ৬] তাই কেউ যদি পানি ব্যবহারে অক্ষম হয়– পানি না থাকার কারণে কিংবা পানি থাকলেও এর ব্যবহারে রোগের ক্ষতি হতে পারে কিংবা তীব্র ঠাণ্ডার কারণে (তার কাছে পানি গরম করার মত কিছু না থাকলে); তাহলে সে ব্যক্তি পানি দিয়ে গোসল করার পরিবর্তে মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করতে পারেন। এর দলিল হচ্ছে আল্লাহ্‌র বাণী: “আর যদি তোমরা অসুস্থ হও বা সফরে থাক বা তোমাদের কেউ মলত্যাগ করে আসে বা তোমরা স্ত্রী সহবাস কর এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে।”[সূরা মায়েদা, আয়াত: ৬] এ আয়াতে দলিল রয়েছে যে, অসুস্থ ব্যক্তি পানি ব্যবহার করার ফলে যদি তার মৃত্যু ঘটা, কিংবা রোগ বেড়ে যাওয়া কিংবা আরোগ্য লাভ বিলম্ব হওয়ার আশংকা থাকে সেক্ষেত্রে তিনি তায়াম্মুম করবেন। আল্লাহ্‌ তাআলা তায়াম্মুমের পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: “তা দ্বারা মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ করবে।”[সূরা মায়েদা, আয়াত: ৬] আল্লাহ্‌ তাআলা এ বিধান প্রদান করার গূঢ় রহস্যও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: “আল্লাহ্‌ তোমাদের উপর কোন কাঠিন্য রাখতে চান না; বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান এবং তোমাদের প্রতি তাঁর নেয়ামত সম্পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।”[সূরা মায়েদা, আয়াত: ৬]

আমর বিন আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: ‘যাতুস সালাসিল’ এর অভিযানে এক ঠাণ্ডার রাতে আমার স্বপ্নদোষ হয়ে গেল। আমি আশংকা করলাম, আমি যদি গোসল করি তাহলে ধ্বংস হয়ে যাব। তাই আমি তায়াম্মুম করলাম। এরপর আমার সাথীদেরকে নিয়ে ফজরের নামায আদায় করলাম। আমার সাথীরা বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উল্লেখ করলে তিনি বললেন: হে আমর! তুমি কি জুনুবী (গোসল ফরজ হওয়া) অবস্থায় তোমার সাথীদের নিয়ে নামায পড়েছ? তখন আমি তাঁকে জানালাম কি কারণে আমি গোসল করিনি এবং আমি আরও বললাম: আমি শুনেছি আল্লাহ্‌ বলেন: ‘তোমরা

নজিদেরেকে হত্যা করো না। নশ্চিয় আল্লাহ্ তোমাদরে প্রতি দয়ালু' [সূরা নসিা, আয়াত: ২৯] তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হসেে দলিনে, কোন কছিু বললনে না।[সুনানে আবু দাউদ (৩৩৪), আলবানী 'সহহি সুনানে আবু দাউদ' গ্রন্থে হাদসিটকিে সহহি বলছেনে]

হাফযে ইবনে হাজার বলনে: এ হাদসিে দললি রয়ছেে যে, পানি ব্যবহার করলে যে ব্যক্তি মারা যাওয়ার আশংকা রয়ছে; সটো ঠাণ্ডার কারণে হোক কংিবা অন্য কোন কারণে হোক– তার জন্য তায়াম্মুম করা জায়যে। তায়াম্মুমকারীর জন্য ওজুকারীদরে ইমাম হওয়াও জায়যে।[ফাতহুল বারী (১/৪৫৪)]

শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায (রহঃ) বলনে:

যদি আপনার পক্ষে গরম পানি সংগ্রহ করা সম্ভব হয় কংিবা আপনি গরম করতে পারনে কংিবা প্রতবিশেি বা অন্য কারো থকেে কনিে নতিে পারনে তাহলে সটো করা আপনার উপর আবশ্যকীয়। কনেনা আল্লাহ্ বলনে: "তোমেরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহ্কে ভয় কর।"[সূরা তাগাবুন, আয়াত: ১৬] তাই আপনার কর্তব্য হচ্ছে পানি কনো বা গরম করা কংিবা অন্য যভোবে শরয়িতরে বধিান মোতাবকে ওজু করা যায় সটো করা। যদি আপনি অপারগ হন এবং ঠাণ্ডা অতি তীব্র হয়, পানি ব্যবহারে বপিদ ঘটার আশংকা থাকে, পানি গরম করা বা আশপাশে কারো থকেে গরম পানি কনোর কোন উপায় না থাকে সক্ষেত্রে আপনার ওজর গ্রহণযোগ্য এবং তায়াম্মুম করাই আপনার জন্য যথষ্টে। যহেতেু আল্লাহ্ বলছেনে: "তোমেরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহ্কে ভয় কর" এবং তনিি আরও বলছেনে: "পানি না পাও তবে পবত্রি মাটি দয়িে তায়াম্মুম করবে: তা দ্বারা মুখমণ্ডল ও হাত মাসহে করবে।"[সূরা মায়দো, আয়াত: ৬]

যে ব্যক্তি পানি ব্যবহারে অক্ষম সে ব্যক্তরি হুকুম যে ব্যক্তি পানি পায়নি তার হুকুমরে অনুরূপ।[মাজমুউ ফাতাওয়া বনি বায (১০/১৯৯-২০০)]

আপনি আপনার শরীররে যতটুকু ধৌত করতে পারনে ততটুকু ধৌত করা আপনার উপর আবশ্যকীয়। যমেন- হাতদ্বয়, পাদ্বয় ইত্যাদি ধৌত করা; যদি এতে আপনার কোন ক্ষতরি আশংকা না থাকে। এরপর আপনি তায়াম্মুম করবনে।

আমরা আল্লাহ্র কাছে আপনার আশু রোগমুক্তরি জন্য দোয়া করছি। আপনি যে রোগে আক্রান্ত হয়ছেনে সে রোগ যনে আপনার গুনাহমুক্তরি কারণ হয় এবং আপনার মর্যাদা বৃদ্ধরি মাধ্যম হয় সে দোয়া করছি।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।